সংবাদ

তারিখ 11 MAY 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

আক্কেলপুরে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় শিক্ষা কর্মকর্তার উত্তরপত্র জালিয়াতি

প্রতিনিধি, আক্কেলপুর (জয়পুরহাট)

আক্কেলপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) এসএম মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় খাতা পাল্টিয়ে নাম্বার জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। গত ৬ মে তিলকপুর আদর্শ বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় এ ঘটনা ঘটে। শিক্ষা কর্মকর্তার পছন্দের প্রার্থীরা খাতার উপরের অংশ ঠিক রেখে ভিতরে অন্যজনের খাতা ঢুকিয়ে দেন। ওই দিন বিকেলে মৌখিক পরীক্ষা চলাকালে অন্য পরীক্ষার্থীরা ইউএনওর কাছে খাতা যাচাই করার আবেদন করে। ইউএনও খাতা যাচাই করে দেখতে পান, এবং মহিলা প্রার্থীর উপরের খাতা ঠিক থাকলেও ভিতরে অন্য খাতা ঢোকানো হয়েছে। উপস্থিত পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকরা অসৎ শিক্ষা কর্মকর্তার শাস্তি দাবি করেছেন। এ ঘটনায় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রেজাউল করিমকে প্রধান করে ওই দিনই এক সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। বুধবার গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ইউএনওর কাছে পেশ করা হয়েছে। তদন্ত রিপোর্টে ঘটনার সত্যতা পেয়ে ইউএনও শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে সুপারিশ করেছেন।

ইউএনও কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার সকাল ১০টায় তিলকপুর বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগের দিন প্রার্থীদের অভিভাবকরা পরীক্ষায় অনিয়ম হওয়ার আশঙ্কায় ইউএনও পরীক্ষার স্থগিত না করে শিক্ষা কর্মকর্তার তৈরি করা প্রশ্নপত্র বাতিল করে নিজেই প্রশ্ন তৈরি করে বেলা ১২টায় পরীক্ষা নেন। পরীক্ষায় ৯ প্রার্থী উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ও, স্কুল পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির পুত্রবধূ দুরারী আকতারের খাতার ভেতরের অংশে তোফাজ্জলের লেখা খাতা পাওয়া যায়। শিক্ষা কর্মকর্তা মিজানুর রহমান নিজেই পরীক্ষার্থীদের খাতাগুলোতে নাম্বার দেন। লিখিত পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নাম্বার পান দুয়ারী আখতার। বিকেলে মৌখিক পরীক্ষা চলাকালে ইউএনওর কাছে